R. N. No. 2532/57 | Phone No. 66-228, STD 03483 | Regd. No.—WB/MSD—4

দাদাঠাকুরের
সেরা বিদূষক
(১ম ও ২য় খণ্ড)
মূল্য প্রতি খণ্ড ৭০ টাকা।
১২৫ টাকা পাঠালে দু'খণ্ড রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে পাঠানো হবে।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ
পিন-৭৪২২২৫

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং— ১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাংক
অনুমোদিত)
ফোন ঃ ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৪শ বর্ষ
৪৭শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৮ই বৈশাখ বুধবার, ১৪০৫ সাল।
২২শে এপ্রিল, ১৯৯৮ সাল।
নগদ মূল্য ঃ ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

ডিষ্ট্রীক্ট প্রাইমারী এডুকেশনাল প্রোগ্রাম আদৌ ছাত্রদের উপকারে লাগবে কি ?

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ডিষ্ট্রিক্ট প্রাইমারী এডুকেশনাল প্রোগ্রাম (ডি পি ই পি) প্রতিটি প্রাইমারী স্কুলকে তোলপাড় করে দিয়েছে । ব্রিটিশ সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় সাক্ষরতার দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া জেলা হিসাবে মুর্শিদাবাদকে সাড়ে ৩৭ কোটি টাকা দেওয়া হয়। তার মধ্যে প্রতিটি স্কুলের প্রধান শিক্ষককে দু হাজার ও সহযোগী শিক্ষকদের প্রত্যেককে ৫০০ করে টাকা দেওয়া হয়। এই টাকা দিয়ে ছাত্রদের শিক্ষা উপকরণ কেনার নির্দেশ দেওয়া হয়। টাকা খরচ করার আগে প্রধান শিক্ষক ও সহযোগী শিক্ষকরা স্থানীয় লোকদের নিয়ে ভিলেজ এডুকেশান কমিটি (ভি ই সি) গঠন করবে। প্রধান শিক্ষকের কেনা জিনিসপত্রের ভাউচার ভি ই সি এবং বি এল সি অনুমোদন করবে । কিন্তু এই সুযোগে বেশ কিছু স্বার্থান্বেষী শিক্ষক সব নিয়মকানুনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে কম টাকার মালপত্র কিনে বেশী টাকার ভাউচার দোকান থেকে লিখিয়ে নিয়ে এক নির্লজ্জ দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করলেন। এরপর শিক্ষার বাস্তব পরিকাঠামো কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সহজেই অনুমেয়।

ডি এন কলেজের অধ্যক্ষের পদত্যাগ, অন্যদিকে গভঃ বডির নতুন সভাপতি হলেন মোস্তাক হোসেন

অরঙ্গাবাদ ঃ ডি এন কলেজের অধ্যক্ষ আবদুল ওয়াহেদ গর্ভণিং বডির সভা না ডেকেই চুপেচাপে তাঁর পদত্যাগ পত্র জমা দিয়ে গত ৩১ মার্চ কলকাতায় চলে গেলেন । সম্প্রতি কলেজ সংসদ নির্বাচনে এস এফ আইকে জেতাতে তিনি প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেন বলে ছাত্র পরিষদ ও পি এস ইউ অভিযোগ আনে । ছাত্র ও অভিভাবকদের ক্ষোভ থেকে রেহাই পেতেই তিনি তড়িঘড়ি অরঙ্গাবাদ ত্যাগ করে তাঁর পূর্বতন কলেজ কামারপুকুরে গত ১ এপ্রিল অধ্যাপক হিসাবে পুনরায় যোগদান করলেন বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। (শেষ পৃষ্ঠায়)

পঞ্চায়েত নির্বাচনে এবার সেকেন্দ্রায় ক্যাডার নামাচ্ছে বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেস

জঙ্গিপুর ঃ প্রত্যেক নির্বাচনে সেকেন্দ্রা, গিরিয়া, মিঠিপুর, লালখাঁনদিয়াড় প্রভৃতি রঘুনাথগঞ্জ—২ ব্লকের বুথগুলিতে সি পি এম যেভাবে বুথ দখল করে রিগিং চালায়, তার মোকাবিলায় এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেস তৈরী হচ্ছে । তারা জোতকমল, রাণীনগর, দফরপুর প্রভৃতি কংগ্রেস সমর্থক অধ্যুষিত এলাকায়ও বুথ দখলে বাধা দিতে সর্বশক্তি দিয়ে নামছে বলে স্থানীয় বিজেপি ও তৃণমূল সূত্রে খবর। এ ব্যাপারে তারা মহকুমা পুলিশ ও প্রশাসনকেও আগে থেকে সজাগ থাকতে অনুরোধ জানাবে। সাগরদীঘির মির্জাপুর, নওদা এলাকার বুথের উপরও তাদের (শেষ পৃষ্ঠায়)

জঙ্গিপুর কলেজে গভর্নিং বডির শেষ মিটিং কোরামের অভাবে হলো না

জঙ্গিপুর ঃ গত ২০ এপ্রিল জঙ্গিপুর কলেজের বর্তমান গর্ভণিং বডির শেষ মিটিং কোরামের অভাবে ভেস্তে গেল। ১২ জন সদস্যর মধ্যে মাত্র ৫ জন উপস্থিত থাকায় কলেজের ষ্টাফ প্যাটার্ন নিয়ে জরুরী আলোচনা ব্যর্থ হয়। উল্লেখ্য এরপর কলেজের বডি নতুন করে গড়া হলে তবেই ঐ ব্যাপারে আলোচনা হবে। বডির সদস্যদের মধ্যে চারজন শিক্ষক প্রতিনিধিই অনুপস্থিত থাকায় সকলে বিস্ময় প্রকাশ করেন।

আরএসপির উপ-প্রধানের জরিমানা

রঘুনাথগঞ্জ ঃ জরুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আরএসপির উপ-প্রধান সোনাতন মণ্ডল নারী নির্যাতনের দায়ে গ্রামবাসীদের কাছে অপমানিত হলেন। স্থানীয় সূত্রে খবর গত ১০ এপ্রিল সোনাতন তালাই গ্রামের জনৈকা গৃহবধূকে তাঁর স্বামী নিত্য মণ্ডলের অনুপস্থিতিতে নির্যাতন চালান । পরদিন গ্রাম্য শালিসিতে সোনাতনকে হয় জুতোর মালা পরে গ্রাম পদক্ষিণ করতে হবে নতুবা দশ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হবে ঠিক হয়। শেষ পর্যন্ত সোনাতনের ছেলে শরদিন্দু মণ্ডল টাকা দিতে সম্মত হলে গ্রামবাসীরা উপ-প্রধানকে ছেড়ে দেয়।

আরএসপির প্রধান কংগ্রেসে

আহিরণ ঃ বহুতালী গ্রাম পঞ্চায়েতের আরএসপির প্রধান তিনকড়ি ঘোষ দলবল নিয়ে সম্প্রতি কংগ্রেসে যোগ দিলেন বলে সুতীর বিধায়ক মহঃ সোহরাব জানান। বহুতালী স্কুলে এক সভায় সুতী-১নং ব্লকের কংগ্রেস সভাপতি অমিয় দাস ও বিধায়ক মহঃ সোহরাবের উপস্থিতিতে তিনকড়ি দলত্যাগের কথা ঘোষণা করেন।

বাজার খুজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার ?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৮ই বৈশাখ বুধবার, ১৪০৫ সাল।

।। গণেশ দুধ খান যীশু রক্ত ঝরান ।।

বেশ কিছুদিন পূর্বে গণেশজী দুধ পান করিয়াছিলেন। এখন ক্রুশবিদ্ধ যীশু-মূর্তির হাত ও পায়ের ক্ষত হইতে রক্ত ঝরিয়াছে। দুগ্ধপান অতীতের সংবাদ। রক্ত ঝরার বিষয়টি অতি সাম্প্রতিক ব্যাপার।

এক সময় কলিকাতায় গণেশের দুধপান সোরগোল তুলিয়াছিল। দলে দলে মানুষ এই অশ্রুতপূর্ব সংবাদে তাবৎ মন্দিরে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিতে ভিড় জমাইয়াছিলেন। চামচায় দুধ লইয়া গণেশমূর্তির মুখের কাছে ধরিতে সেই দুধ চামচা হইতে সরিয়া অদৃশ্য হইতে থাকে। প্রচার হইল, গণেশ দুধ খাইয়া ফেলিয়াছেন। এক শ্রেণীর মানুষ ইহাকে অলৌকিক সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। তাই স্থানে স্থানে ভক্তদের সমাবেশ বাড়িয়া যাইতেছিল। কিন্তু দুধ পানের স্থায়িত্ব রহিল না। যুক্তিবাদী দল বিজ্ঞানের সূত্র ব্যাখ্যা করিয়া চামচা হইতে দুধ সরিয়া যাইবার বিষয়টি বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। হয়ত এই জন্যই সিদ্ধিদাতার দুধে অরুচি ধরিয়া যায়। মন্দিরে মন্দিরে দুধ পানের ঘটাপটা চলিয়া গেল।

গত ১৮ই এপ্রিলের একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে জানা যায় যে, কলিকাতার আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের এক খ্রীষ্টান পরিবারে যীশুর মূর্তির হাত ও পায়ের ক্ষত হইতে রক্ত ঝরিয়াছে। খবরে সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষ দলে দলে উক্ত খ্রীষ্টান পরিবারে ছুটিয়া যান। ভিড় সামলাইতে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করিতে হয়।

রক্ত ঝরার ঘটনাটিতে দৈবীমহিমার অলৌকিকত্ব রহিয়াছে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। কেহ কেহ ইহাকে বিভ্রান্তি ছড়াইবার প্রয়াস বলিয়া মনে করেন। জানা গিয়াছে যে, পুলিশ কর্তৃপক্ষ বিষয়টি লইয়া তদন্ত করিতে চাহেন না। জনৈক খ্রীষ্টান পুরোহিত ইহা নিছক গুজব বলিয়া মনে করেন। ফরেনসিক বিভাগ উক্ত ক্ষতের রক্ত প্রাথমিকভাবে পরীক্ষা করিয়াছেন। তবে ওই রক্ত মানুষের রক্ত কিনা, তাহার জন্য আরও পরীক্ষার প্রয়োজন বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। ফরেনসিক বিভাগ হইতে ইহাও বলা হইয়াছে যে, ওই রক্ত প্রমাণিত হইলে তাহা বাহির হইতে আনিয়া মূর্তির গায়ে লাগান হইয়াছে কিনা জানিতে হইলে যীশুর মূর্তিটি ল্যাবরেটারিতে আনা প্রয়োজন। খবরে জানা যায়, সংশ্লিষ্ট বাড়ীর মালিক মূর্তির অপসারণে নারাজ। সুতরাং রক্ত ঝরার রহস্য এইখানেই শেষ। গণেশ যেমন আর দুধ পান করেন নাই, তেমনি প্রভু যীশু-মূর্তির ক্ষতস্থান হইতে রক্তপাত হয়ত বন্ধ হইয়া যাইবে।

গুজব বা বিভ্রান্তি যত কম ছড়ায়, ততই মঙ্গল। গোপন রহস্যপূর্ণ কেরামতি দ্বারা অলৌকিকত্ব বা দৈবীমহিমা প্রতিষ্ঠিত করা যায় না।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

স্কুল সম্পাদকের স্বৈরাচারী আচরণ প্রসঙ্গে

মহাশয়, গত ২৮শে জানুয়ারী '৯৮ আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত 'সম্পাদকের স্বৈরাচারী আচরণে মির্জাপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে অচলাবস্থা' শীর্ষক সংবাদটি অসত্য। ব্যাঙ্কে আপত্তি জানিয়ে শিক্ষক, কর্মচারীদের বেতনের টাকা তোলার ক্ষেত্রে সম্পাদক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন—অভিযোগটিও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কারণ W. B. Board of Secondary Education দপ্তরের পত্র নং 8163/G/6 dated 22. 9. 97 অনুসারে বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটি ভেঙ্গে দেয়। নভেম্বর মাসে প্রধান শিক্ষক মহাশয় পত্রটি আমাকে দিলে বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিটির টাকা তোলার বৈধতা না থাকায় চিঠির একটা কপি ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হই। ব্যাঙ্ক আইনানুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে সম্পাদক হিসাবে ব্যাঙ্কে কোন আপত্তি আমি করিনি। সম্পাদক হিসাবে ভূগোলের নূতন শিক্ষকের নিয়োগ অনুমোদন, দু'জন অভিভাবক প্রতিনিধির শূন্য পদে কো-অপশনের এজেণ্ডা দিয়ে দু'বার পরিচালন কমিটির সভা ডাকলে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী, যাঁরা পরিচালন কমিটির সদস্য বিদ্যালয়ে তাঁরা উপস্থিত থেকেও পরিচালন কমিটির সভায় উপস্থিত না থাকার ফলে কোরামের অভাবে পরিচালন কমিটির সভা করা যায়নি। একাংশ শিক্ষক মহাশয়দের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি ও পরিত্যাগের সময়সহ অন্যান্য বিষয় নিয়ে এলাকার অভিভাবকগণ প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে ডেপুটেশন দেয়। কিন্তু প্রধান শিক্ষক মহাশয় বিষয়গুলি সম্পর্কে কোন সঠিক পদক্ষেপ নেননি। বিদ্যালয়, বোর্ডের আইনগুলি প্রধান শিক্ষকসহ একাংশ শিক্ষক মহাশয় লঙ্ঘন করলে সম্পাদক হিসাবে প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের সঙ্গে আলোচনা করে আইন অনুসারে বিদ্যালয়ের কাজকর্ম পরিচালনা করতে বলাটা কি প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে অশালীন ও দাম্ভিক ব্যবহার? চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর নিকট থেকে টাকা নেওয়ার অভিযোগ বাজারে ঘুড়ে বেড়াচ্ছে না বিদ্যালয়ের একাংশ শিক্ষকদের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে? শিক্ষক নিয়োগে বা কর্মচারী নিয়োগের সময় একাংশ শিক্ষকদের আত্মীয়কে যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও চাকরী পাইয়ে দিলে এই সংবাদ প্রকাশ হত না। পঞ্চায়েত সমিতি বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণের জন্য ৯৭০০০-০০ হাজার টাকা গ্রাম পঞ্চায়েতকে দেয়। আলোচনা মত প্রধান শিক্ষক, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, জব এ্যাসিসটেন্ট ও সম্পাদকের উপস্থিতিতে মির্জাপুরের ব্যবসায়ী আশীষ দত্তের নিকট হইতে ৬৩,০০০ টাকার জিনিস কেনা হয়। এই সময়ে বিদ্যালয়ের ৫০ বৎসর পূর্তি উৎসব উপলক্ষে অর্থ সংগ্রহের পরিকল্পনাও হয়েছিল। গৃহের কাজ শুরু করার সময় শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা আবার হয় এবং পরিকল্পনা হয় বিদ্যালয়ের দক্ষিণ দিকে ১৬০০ বর্গফুট ছাদবিশিষ্ট দুটি ঘর করার। পঞ্চায়েত সমিতির দেয় অর্থে এই ঘর দুটি করা সম্ভব নয় বলে প্রধান শিক্ষকসহ অন্যান্য শিক্ষকরা বলেন অতিরিক্ত অর্থ স্কুল ফাণ্ড থেকে লোন নিয়ে এখন ছাদটা সমাপ্ত করা হোক, বাকী কাজ ৫০ বৎসর পূর্তি উৎসবের সংগৃহীত অর্থ থেকে শেষ করা হবে। এই রকম আলোচনার পর ঘর তৈরী করার জন্য প্রধান শিক্ষক, প্রধানের উপস্থিতিতে মুস্তাকিম সেখ রাজ-মিস্ত্রীকে ২০,০০০ টাকায় কনট্রাক্ট দেওয়া হয়। প্রধান শিক্ষক মহাশয় স্কুল ফাণ্ড হইতে ১০ হাজার টাকা লোন দেন। ঘর দুটি সম্পন্ন করতে আনুমানিক আরো তের হাজার টাকার প্রয়োজন হয়। কিন্তু প্রধান শিক্ষক আর লোন দিতে অস্বীকার করেন। তখন তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে অতিরিক্ত ইটের বিনিময়ে কম পড়া জিনিসগুলি নেওয়া হয়। ৯৭ হাজার টাকা পঞ্চায়েত সমিতির ও ১০ হাজার টাকা স্কুলের মোট ১ লক্ষ ৭ হাজার টাকার খরচের হিসাব প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের কাছেই রয়েছে। বিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদের পাস ফেলের বিষয়ে কোনদিনই আমি হস্তক্ষেপ করিনি।

ভবদীয়—

পূর্ণচন্দ্র গোঁচি, সম্পাদক

৩-৩-৯৮ মির্জাপুর উচ্চ বিদ্যালয়

কার্ডস ফেয়ার

এখানে সবরকমের

কার্ড পাওয়া যায়।

রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

ফোন : ৬৬২২৮

অভিনব প্রতারণা

সাগরদীঘি : এই থানার বোখারা গ্রামের অস্থায়ী অধিবাসী দেবপ্রসাদ ত্রিপাঠী ওরফে দেবু প্রায় লাখ খানেক টাকা প্রতারণা করে নিয়ে সম্প্রতি নিরুদ্দেশ হয়েছে বলে জানা যায়। খবরে প্রকাশ ৭/৮ মাস থেকে দেবু বোখারা গ্রামে এসে ভাড়া বাড়ীতে বসবাস শুরু করে। কিছুদিনের মধ্যে সে বেশ কিছু লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে এবং চাকরী করে দেওয়ার নাম করে অনেকের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা সংগ্রহ করতে থাকে। কারোর কাছে আবার নিজের অভাবের কথা জানিয়ে নকল সোনার গয়না বন্ধক রেখেও টাকা নেয়। আবার সস্তা ইট, টিন এনে দেওয়ার নাম করে যে কত টাকা কত লোকের কাছ থেকে নিয়েছে তার সঠিক সন্ধান এখনও পাওয়া যায়নি। তবে প্রায় লাখ খানেক টাকা নিয়ে দেবু কলকাতা যাবার নাম করে পালিয়েছে বলে সাধারণ লোকের ধারণা। দেবুর স্ত্রী, ছেলেমেয়েরাও দু'চারদিন ঘুরে আসার নাম করে হাওয়া।

বিজেপি-তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয় মিছিল

ধুলিয়ান : সম্প্রতি এখানে বিজেপি-তৃণমূলের একটি বর্ণাঢ্য বিজয় মিছিল শহর পরিক্রমা করে। পথ সভায় পঞ্চায়েত নির্বাচনে সব আসনে প্রার্থী দাঁড় করানোর আহ্বান জানানো হয়। বিভিন্ন বক্তা পঞ্চায়েত নির্বাচনে মূল শত্রু সিপিএমকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলার জন্য কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হতে বলেন। সামসেরগঞ্জ থানাসহ বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষুব্ধ সিপিএম কর্মীরা বিজেপি-তৃণমূলের স্রোতে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করছে। এ ব্যাপারেও সকলকে সচেতন থাকতে হবে। পথ সভায় বক্তব্য রাখেন — ষষ্ঠীচরণ ঘোষ ও ওয়ার্ড কমিশনার কাশীনাথ রায় প্রমুখ। চিত্ত মুখার্জীর নেতৃত্বে রঘুনাথগঞ্জেও বিজয় মিছিল বার হয়।

ETDC

(A unit of Govt. of West Bengal)

Stands for Quality & Reliability

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কুটির ও ক্ষুদ্র-শিল্প দপ্তরের বিপনন সহায়তা প্রকল্পের অধীনে একটি সাধারণ ব্র্যাণ্ড

ডিস্ট্রিবিউটারশিপের জন্য ঃ

ইলেক্ট্রনিক্স টেষ্ট এ্যাণ্ড ডেভলাপমেন্ট সেন্টার

৪/২, বি.টি রোড, কলিকাতা - ৫৬, দূরভাষ ঃ ৫৫৩-৩৩৭০

ই, টি, ডি, সি'র কমপিউটারের সাহায্যপুষ্ট নকশা প্রস্তুত কেন্দ্র (ক্যাড সেন্টার) বাংলার ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্পের জন্য সুলভে আধুনিক নকশা সরবরাহ করছে।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের প্রশিক্ষণ শিবির

রঘুনাথগঞ্জ : গত ১৬ এপ্রিল স্থানীয় হাই স্কুলে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের উত্তর মুর্শিদাবাদ জেলার সাত দিনব্যাপী একটি প্রাথমিক শিক্ষণ শিবির শুরু হয়। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে ঐদিন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী ও বক্তব্য রাখেন জেলা সঙ্ঘচালক আশীষ ঘোষাল।

সবর্ণ/উচ্চ অসবর্ণ পাত্রী চাই

প্রখ্যাত কেন্দ্রীয় সরকারী সংস্থার গেজেটেড অফিসার (১২০০০), কর্মকার, ৪২, ৫'৪½", ডিভোর্সী, নিজবাড়ী, দাবিহীন পাত্রের ত্রিশোর্দ্ধ শিক্ষিতা সুন্দরী পাত্রীই বিবেচ্য। রেজিষ্ট্রি বিবাহ। অবশ্যই রঙীন ফটোসহ বিস্তারিত লিখুন। অমরেন্দ্রনাথ রায়,
সাহেববাজার, জঙ্গীপুর
মুর্শিদাবাদ

CENTURY'S

VISHWAKARMA

Century Cement

Lookad

AN ISO 9002 COMPANY A BIRLA PRODUCT

হেনস্থার দায়ে অভিযুক্ত ডাক্তার দম্পতির বিরুদ্ধে মামলা

রঘুনাথগঞ্জ : গত ৭ এপ্রিল জঙ্গিপুর এস ডি জে এম কোর্টে স্থানীয় ম্যাকেঞ্জী মোড়ের ব্যবসায়ী তপন সরকার জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের ডাক্তার যজ্ঞেশ্বর মুখার্জী এবং তাঁর স্ত্রী অল্পনা মুখার্জীর বিরুদ্ধে একটি মামলা (নং সি আর ৯৬/৯৮) দায়ের করেন। বাদীপক্ষের আইনজীবী জগন্নাথ সরকার জানান তপনবাবুকে অপমান ও মারধোর করার অপরাধে যজ্ঞেশ্বরবাবু ও আল্পনাদেবীর বিরুদ্ধে ৫০৬ ও ৩২৩/৩৪ ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। বিবাদী পক্ষকে কোর্ট আগামী ২২ মে সমন পাঠিয়েছে বলে জানা যায়। ঘটনার সূত্রপাত গত ১২ মার্চ দুপুরে। তপনবাবুর ম্যাকেঞ্জী মোড়ের 'অতিথি' ষ্টেশনারী দোকানে যজ্ঞেশ্বরবাবুর ১৪/১৫ বছরের ছেলে শুভব্রত মুখার্জী ও তার বন্ধু কামনাশীষ ব্যানার্জী বাবুলগাম কিনতে আসে। তপন জানান খরিদ্দার নিয়ে তিনি ব্যস্ত থাকার ফাঁকে ছেলেটি জিনিস নিয়ে দাম না দিয়ে চলে যেতে উদ্যত হয়। এর পূর্বেও নাকি তার ঐ ধরনের নজির আছে। শুভব্রতর এরূপ আচরণের জন্য তাকে ধমক দিয়ে নাকি ছেড়ে দেন তপন। ব্যবসায়ীর হাতে ছেলের হেনস্থার খবরে উত্তেজিত যজ্ঞেশ্বরবাবু ও তাঁর স্ত্রী আল্পনা ঐ দোকানে এসে তপনবাবুকে মারধোর করেন। অন্যদিকে মুখার্জী দম্পতির অভিযোগ মিথ্যা ঘটনায় তাঁদের ছেলেকে তপনবাবু মারধোর করেছেন। উত্তেজনার বশে যজ্ঞেশ্বরবাবুও তপনকে চর মারেন।

ক্যাডার নামাচ্ছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

নজর থাকবে বলে দলীয় সূত্রে খবর। ঐ সব অঞ্চলের মানুষ অবাধে স্বেচ্ছায় ভোট দান করতে না পারলে বিজেপি ও তৃণমূল এবার কংগ্রেস সিপিএমকে একহাত দেখে নিতে তৈরী হয়ে গেছে। তবে সেকেন্দ্রার মানুষও বলছে এবার গ্রামের চেহারা কিছুটা ভিন্ন হতে পারে বলে তাঁরাও আঁচ করছেন। তবে ভোটের আগের দিন রাতে সিপিএম প্রত্যেকবারের মতো ভোটের চিত্র পাল্টিয়ে দিতেও পারে বলে অনেক গ্রামবাসীর অনুমান।

ডি এন কলেজের (১ম পৃষ্ঠার পর)

বর্তমানে কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক শান্তিরঞ্জন পাণ্ডে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসাবে কাজের দায়িত্ব নিয়েছেন। অন্যদিকে গত ২০ এপ্রিল কলেজের গভর্নিং বডির নতুন সভাপতি হলেন পতাকা বিড়ি কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মোস্তাক হোসেন। কলেজের জন্মলগ্ন থেকে এবং কলেজ গড়ে ওঠার পেছনে যে দাস পরিবারের যথেষ্ট আত্মত্যাগ ও অবদান ছিল, সেই পরিবারের দিলীপ দাসকে গভর্নিং বডির সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। বডির সদস্যরা মোস্তাক হোসেনকে কোঅপসনের মাধ্যমে নির্বাচিত করেন। কলকাতায় বেশীরভাগ সময় কাটানো এবং গভর্নিং বডির সভায় উপস্থিত না থাকার যে যুক্তিতে দিলীপ দাসকে সরিয়ে দেওয়া হল, মোস্তাক হোসেনের ক্ষেত্রেও একই সমস্যা দেখা দেবে বলে বডির কিছু সদস্য উষ্মা প্রকাশ করেন।

বিজ্ঞপ্তি

রঘুনাথগঞ্জ—১ আই. সি. ডি. এস. অফিস বিল্ডিং-এর জন্য রঘুনাথগঞ্জ শহরে ১০৫০ বর্গফুট-এর মধ্যে বাথরুমসহ ছয়খানি ঘর প্রয়োজন। ভাড়া দিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

স্বা

শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক

রঘুনাথগঞ্জ—১ আই. সি. ডি. এস. প্রজেক্ট

রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

মেমো নং ১৪৫/আই. সি. ডি./আর. এন. জি তাং ১৭-৪-৯৮

সকলকে অভিনন্দন জানাই—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১
রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেণ্ট সেন্টার)

রেজিঃ নং—২০ ✶ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিন্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

✪ সততাই আমাদের মূলধন ✪

জয়ন্ত বাঘিড়া	ধনঞ্জয় কাদিয়া	অচিন্ত্য মনিয়া
সভাপতি	ম্যানেজার	সম্পাদক

আপনাদের সেবায় দীর্ঘ পনের বছর যাবৎ নিয়োজিত

✚ অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক ✚

রঘুনাথগঞ্জ ★ ফুলতলা ✶ মুর্শিদাবাদ

(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক— ডাঃ সাহা

ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাবলু, টি), এফ. ডাবলু. টি (আই. আর. সি. এস)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালিসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনষ্ট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিঞ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফার্ষ্ট এড বক্স-এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ—হারনিয়াল বেল্ট, এল, এস, বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার 'কানের ভল্যুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।